দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10-JAN-2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর

২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ নিচ্ছে

সাহাবুল হক ॥ দিনে দিনে নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর' (বিএনসিসি)-এর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখার পাশাপাশি দেশ গঠনের বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে বিএনসিসির প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ১৯৭৯ সালে 'বিএনসিসি' নতুন নামে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ শুরু করে। এর আগে (১৮শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর

(৩য় পৃঃ পর)

ভিন্ন নামে কাজ করেছে। ৫টি রেজিমেন্টের মাধ্যমে বিএনসিসি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করে। ঢাকায় রয়েছে 'রমনা রেজিমেন্ট', চট্টগ্রামে 'কর্ণফুলী রেজিমেন্ট', কুমিল্লায় 'ময়নামতি রেজিমেন্ট', খুলনায় 'সুন্দরবন রেজিমেন্ট' এবং রাজশাহীতে 'মহাস্থানগড় রেজিমেন্ট'। বিএনসিসি'র দুই বছরের প্রশিক্ষণ কোর্সে সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী-এই ৩টি উইংয়ের যেকোন একটিতে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশিক্ষণ নেয়। প্রতি বছর ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী নতুনভাবে যোগ দেয় এবং ৫ হাজার ক্যাডেট বিদায় নেয়।

সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বিএনসিসি'র দায়িত্বে রয়েছেন। প্রায় ৭শ' শিক্ষক সারাদেশে সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়। সদস্যরা যুদ্ধকালীন সময় সেনাবাহিনীর টেরিটোরিয়াল ফোর্স হিসেবে কাজ করে। ১৯৭৯ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত দেড় লাখের বেশী ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ নিয়েছে বলে জানা যায়। বিএনসিসি ক্যাডেটরা দুটি ডিভিশনে বিভক্ত থাকে। ৮ম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত জুনিয়র ডিভিশন এবং উচ্চ মাধ্যমিক থেকে অনার্স পর্যন্ত সিনিয়র ডিভিশন। দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৬ শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিএনসিসি কাজ করছে। বিএনসিসি'র সদস্যরা সামরিক প্রশিক্ষণ (রণকৌশলী, মানচিত্র পঠন, সংগঠন ও প্রশাসন গ্রহণ), রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বেলাধুলা ও ট্রাফিক সপ্তাহে পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা করে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রেও নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ক্যাডেটরা সময় বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এ কোর্সে প্রায় ৫০ নম্বরের অতিরিক্ত সর্বাধিক ২৫ নম্বর অনার্সে প্রাপ্ত মোট নম্বরের সাথে যোগ হয়। এই নম্বর যোগের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকহারে বিএনসিসি'র দিকে ঝুঁকছে বলে খোঁজ নিয়ে জানা যায়। এদিকে গতকাল বুধবার উত্তরায় ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের হেডকোয়ার্টারে সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় বিএনসিসি'র পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রফিকুল ইসলাম পিএসসি বলেন, বিএনসিসি'র সদস্যরা আরো বেশী সুসংগঠিত হলে দেশ গঠনে তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া বর্তমানে দেশে নৈরাজ্য-সন্ত্রাস এবং যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঠেকাতেও বিএনসিসি'র সদস্যরা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। মতবিনিময় সভায় লেঃ কর্নেল মোস্তফা আনোয়ার, লেঃ কমান্ডার জলী মোঃ রানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।